কান্দাহারের ডায়েরি

কান্দাহারের ডায়েরি

মূল

রবার্ট গ্রেনিয়ার

রূপান্তর

মাহজাবিন খান

প্রজন্ম
মুক্তচিন্তায় স্বাধীনতা
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন: ০১৫৭২ ৪১০ ০১৮
www.projonmo.pub

কান্দাহারের ডায়েরি

প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ২০২১
প্রচ্ছদ : ওয়াহিদ তুষার

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com/projonmo
amaderboi.com/projonmo

প্রজন্ম পাবলিকেশনের পক্ষে আহমদ মুসা ও ওয়াহিদ তুষার কর্তৃক ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ থেকে প্রকাশিত; তানভীর প্রিন্টার্স, সূত্রাপুর, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

Kandaharer Dairy by Robert Grenier
Published by Projonmo Publication
Copyright © Projonmo Publication
ISBN: 978-984-95578-9-0

সূচিপত্র

পথের বাঁক

অধ্যায় এক : পরিকল্পনা ৭
অধ্যায় দুই : বিধ্বংসী ১৪

দ্য রোড টু ওয়ার : পাকিস্তান, তালেবান ও আল-কায়েদা

অধ্যায় তিন : সেরা সময় ৩৪
অধ্যায় চার : হুমকি ও বিপদের পূর্বাভাস ৪৪
অধ্যায় পাঁচ : তালেবানের সাথে নিষ্পত্তি ৪৮
অধ্যায় ছয় : যে যুদ্ধ কখনো ছিল না ৫২
অষ্টম অধ্যায় : কাউন্টডাউন ৬৮

প্রথম আমেরিকান-আফগান যুদ্ধ

অধ্যায় নয় : মীমাংসার অযোগ্য দাবি ৭২
দশম অধ্যায় : নতুন পরিকল্পনা ৮৩
একাদশ অধ্যায় : বিশ্বাসঘাতক যুক্তরাজ্য ৮৯
দ্বাদশ অধ্যায় : শার্ক ট্যাঙ্কে একটি গর্ত ৯৫
ত্রয়োদশ অধ্যায় : বৃথা আস্ফালন ১০২
চতুর্দশ অধ্যায় : পতন ১১৫
অধ্যায় পনেরো : পাপের ফল ১১৯
অধ্যায় ষোলো : রাজপুত্র ১২৫
অধ্যায় আঠারো : সিংহের পুত্র ১৩৩
অধ্যায় উনিশ : ছেলেখেলা ১৩৬
অধ্যায় বিশ : গোপন অবস্থান ১৪০

অধ্যায় বাইশ : পারমাণবিক দুঃস্বপ্ন ১৫১
অধ্যায় তেইশ : অপব্যয় ১৫৯
অধ্যায় চব্বিশ : শত্রু ছাড়া, শত্রুসহ ১৮৩
অধ্যায় পঁচিশ : মুক্তি ১৮৮
অধ্যায় ছাব্বিশ : Entering the rapids ১৯৩
অধ্যায় সাতাশ : উচ্ছাস ২০০
অধ্যায় আটাশ : স্পাই অপারেশন ২০৬
অধ্যায় উনত্রিশ : মুক্তি ও প্রতিরোধ ২১২
অধ্যায় তেত্রিশ : সাময়িক উপশম ২৩৬

পাকিস্তান, আল-কায়েদা ও ব্যাপক যুদ্ধ

অধ্যায় ছত্রিশ : The Czar ২৫৯
অধ্যায় সাইত্রিশ : পূর্ব দিকে মনোযোগ ২৬২
অধ্যায় আটত্রিশ : আশা ও প্রতিশ্রুতির দিন ২৬৫
অধ্যায় উনচল্লিশ : কবি ২৬৮
অধ্যায় চল্লিশ : পাবলিক এবং পারসোনাল ২৭১
অধ্যায় একচল্লিশ : বিয়োগ ২৭৪
অধ্যায় বেয়াল্লিশ : ঋষি ২৭৮
অধ্যায় তেতাল্লিশ : FLIRTING WITH ARMAGEDDON ২৮৩

পোস্টস্ক্রিপ্ট : ভবিষ্যত যুদ্ধসমূহ

অধ্যায় চুয়াল্লিশ : সংশোধন ২৮৬
অধ্যায় পঁয়তাল্লিশ : সমাধান ২৯৪
অধ্যায় ছেচল্লিশ : গ্রহণযোগ্যতা ৩০০

প্রথম খণ্ড

পথের বাঁক

অধ্যায় এক : পরিকল্পনা

সেপ্টেম্বর ২৩, ২০০১

ঘুম ও জাগরণের মাঝামাঝি জগতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। মাথার কাছে টের পেলাম বিরক্তিকর এক শব্দ। আধো ঘুম, আধো জাগরণের জগৎ ছেড়ে ফিরে আসতে কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগল।

আমার কামরায় শুয়ে ছিলাম। স্টিলের দরজা দিয়ে পরিবেষ্টিত সুরক্ষিত কামরাটা। শব্দটা ছিল নাইটস্ট্যান্ডে রাখা সিকিউরড ফোন থেকে। ঘড়ির সময় বলছিল মাত্র চার ঘন্টা আগেই এসে ঘুমিয়েছি।

বিরক্ত হয়ে ভাবলাম, এরা এই অসময়ে কী চায়?

ফোনটা রিসিভ করে কর্কশ কণ্ঠে বললাম, "হ্যালো।"

"আমি কী তোমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম, বাবা?"

কণ্ঠটা ছিল সিআইএ ডিরেক্টর জর্জ টেনেটের। ডিরেক্টরের ফোন পেয়ে এভাবে ঘুম থেকে জাগার অভ্যাস আমার ছিল না। আমার মনোযোগ কেড়ে নিল জর্জের আমাকে আদুরে কণ্ঠে 'বাবা' বলে সম্বোধন করাটা। জর্জ আমার চেয়ে বয়সে এত বড়ও নয়।

"না, মিস্টার ডিরেক্টর। আমি জেগেই আছি।"

আমাদের এনক্রিপটেড ফোনে তিনি বললেন, "শোনো বব, কাল সকালে আমরা ক্যাম্প ডেভিডে দেখা করব আমাদের আফগান যুদ্ধের স্ট্রাটেজি আলোচনার জন্য।"

ক্যাম্প ডেভিডে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তো আমরা কীভাবে শুরু করব? কোন টার্গেটকে হামলা করব? আমাদের অ্যাকশন কীভাবে সিকুয়েন্স করব? ডিফেন্স বলছে, ওখানে কোনো মিলিটারি টার্গেট নেই। আরব আল-কায়েদা যোদ্ধা যাদেরকে আফগান আরব বলা হয় তারা ক্যাম্প খালি করে চলে গেছে। আমরা কী এখন খালি ক্যাম্পে বোমা ফেলব?"

এই প্রশ্নগুলো আমাকে ১১ই সেপ্টেম্বরের পর থেকে এই বারো দিন স্বস্তি দিচ্ছে না। পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে সিআইএ স্টেশন চিফ হিসেবে গত দুবছর ধরে দায়িত্বরত আছি। আমার দায়িত্ব হলো পাকিস্তান ও তালেবান নিয়ন্ত্রিত আফগানিস্তানে (৯০ শতাংশ তালেবানের অধীনে) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনা করা।

এই দুই বছর, এই অঞ্চলটির গোপন বিষয় খোঁজ করা ও এর রহস্য ভেদ করার জন্য দায়িত্বরত নারী-পুরুষকে নেতৃত্ব দেওয়া ছিল আমার কাজ।

কাশ্মীর নিয়ে ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্ব, যোদ্ধা দলকে দেওয়া পাকিস্তানের গুপ্ত সহায়তা, পাকিস্তানের পারমাণবিক অস্ত্র এবং মিসাইল গঠন ও বিস্তার, পাকিস্তানের মিলিটারি ডিক্টেটর জেনারেল মুশাররফের পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য, ওসামা বিন লাদেনের জঙ্গিদল ও তালেবানের সাথে এর সম্পর্ক, আফগান ধর্মীয় ছাত্র আন্দোলন ও সারাদেশে এর প্রভাব এবং লাদেনকে আফগানিস্তানে আশ্রয় ও সহায়তা দেওয়া— এসব সমস্যা বুঝতে আমার প্রত্যেকটি মুহূর্ত ব্যয় করেছি। ৯/১১-এর পর বুঝতে পারলাম সমস্যার ব্যাপারে শুধু রিপোর্ট করলে হবে না বরং সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। যেহেতু সিআইএ ডিরেক্টরও এখন দৃশ্যপটে উপস্থিত হয়েছেন।

৯/১১-এর পর কিছুদিন ভার্জিনিয়ার ল্যাংলিতে সিআইএ হেডকোয়ার্টার একেবারে নিশ্চুপ ছিল। সিক্রেট মেসেজের আনাগোনা কমে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল, আমেরিকান এই দৈত্য একেবারে হতবাক হয়ে গেছে। তারপর জর্জের ফোনের পর দৈত্যটি যেন আবারো ফিরে পায় তার জীবন। ল্যাংলি আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে দিল বিভিন্ন প্রশ্ন ও দাবি জানিয়ে।

আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আফগানিস্তান আগ্রাসনের আসন্ন সম্ভাবনার মুখোমুখি হলাম। আমি দেখতে পেলাম, বহু সংখ্যক মার্কিন সেনা বিস্তৃত ও রুক্ষ কঠোর ভূখণ্ডে কাজ করছে। খুঁজে বের করতে ও হামলা করার ব্যর্থ চেষ্টা করছে তাদের লুকিয়ে থাকা শত্রুকে। তাও কোনো নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ও সুস্পষ্ট, দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্য ছাড়াই।

সোভিয়েত ধাঁচের আফগান বিপর্যয়ের জন্য একটি নির্দেশনার মতো ছিল এটা। কদিন আগে ১৯ সেপ্টেম্বরে আমার এক কলিগ আল-কায়েদার ৯/১১ হামলার সাথে সম্পৃক্ততা সম্পর্কে প্রথম প্রমাণ সংগ্রহ করলেন। আফগান আরবদের ব্যাপারে আমাদের সেরা সোর্স হলো একজন এজেন্ট। সে একশত আরব যোদ্ধার এক মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করে। এর নেতৃত্ব দেন ওসামা বিন লাদেন। এই মিটিং হয়েছিল আফগানিস্তানের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে জালালাবাদের কাছে। এই মিটিংয়ে শেখ ওসামা ৯/১১ হামলার সব দায় উল্লাসের সাথে স্বীকার করেন। তিনি আফগানিস্তানে আমেরিকার আসন্ন আক্রমণ নিয়ে আনন্দ প্রকাশ করেন। এর ফলে আমেরিকা যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হবে ও অবশ্যই পরাজিত হবে। আমি লাদেনের সাথে দফারফা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও ভয় পাচ্ছিলাম আমরা যদি অসচেতন কোনো পদক্ষেপ নিই, তাতে লাদেনের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়ে যাবে।

জর্জ আমার সাথে কথা বলার সময় আমার ভাবনায় ঘুরছিল তিন দিন আগে ২০ সেপ্টেম্বর জর্জ ডব্লিউ বুশের স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন স্পিচের কথা। জয়েন্ট হাউজ অব কংগ্রেসের সামনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের উপস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট

কিছু করণীয় সম্পর্কে ফ্রেমওয়ার্ক উপস্থাপন করেন। এতে তালেবানের উদ্দেশে কয়েকটা দাবি উত্থাপন করা হয় ও আল্টিমেটাম দেওয়া হয়।

এতে বলা হয়, ওসামা বিন লাদেনকে হস্তান্তর করতে হবে। সন্ত্রাসী ট্রেনিং ক্যাম্প বন্ধ করা ও তাদের আন্তর্জাতিক তদন্তের মুখোমুখি করতে হবে এবং বিন লাদেনের সহযোগীদের বিদেশি কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করতে হবে। এরকম না করলে তালেবানকে সন্ত্রাসীদের মতো একই ভাগ্য বরণ করতে হবে বলে বুশ জানান।

তবে এই বার্তায় লুকিয়ে ছিল আশার আলো ও মুক্তির সম্ভাবনা।

বুশ বললেন, ৯/১১-এর পরে খেলার নিয়ম বদলে গেছে। যেসব ন্যাশনাল ও সাব-ন্যাশনাল গ্রুপ সন্ত্রাসবাদকে উস্কে দিয়েছে তাদের জবাবদিহি করতে হবে।

সন্ত্রাসবাদ স্পন্সরদের জন্য সন্ত্রাসবাদী কৌশল ত্যাগ করা ও এর সাথে জড়িতদের উপেক্ষা করার জন্য পরোক্ষ একটি সুযোগ ছিল।

আমার মনে হয়েছে, তালেবান ও সেই সব আফগান যারা তালেবান পলিসি বর্জন করতে চায় তাদের উদ্দেশে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়া উচিত। ৯/১১-এর পরে আন্তর্জাতিক বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়। আমাদের ইতিবাচক বার্তা পথ দেখাবে আমাদের পলিসিকে। আমাদের কঠোর মিলিটারি অ্যাকশনের ন্যায়সঙ্গতা ও যৌক্তিকতা প্রদান করবে এটি। আমাদের মিলিটারি অ্যাকশন আল-কায়েদাকে পরাজিত করা ও তাদের অভয়াশ্রম ধ্বংস করার জন্য জরুরি।

আমি বললাম, "প্রেসিডেন্ট আমাদের জন্য তার স্পিচে পলিসি নির্ধারণ করেছেন। তিনি তালেবানকে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক জোটে আহ্বান করেছেন। বিষয়টা সামরিকভাবে চিন্তা করা উচিত নয় এখন। আফগানিস্তানে আমাদের রাজনৈতিক লক্ষ্যের ওপর ফোকাস করা উচিত। আমরা স্থায়ীভাবে এই দেশ শাসন করতে পারব না। আমাদের দীর্ঘমেয়াদি প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কাজ করা উচিত যেন আফগানিস্তানে নতুন রাজনৈতিক ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। যাতে আরবদের বিতাড়িত করা যায়। সামরিক দিকটা এমনভাবে ডিজাইন করতে হবে যেন আমাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল হয়।

আমরা মোল্লা ওমরকে দিয়ে শুরু করব। যদি তিনি পলিসি বদলাতে না চান তাহলে হামলা করব। তালেবান নেতৃত্বে যারা বিন লাদেন ও আরবদের পছন্দ করে না তাদের উদ্দেশে এটি হবে সতর্কবার্তা। তারা আল্টিমেটাম নাকচ করলে তাদেরকে হামলাও আমাদের জন্য যৌক্তিক।"

জর্জ আমাকে প্রশ্ন করে থামিয়ে দিলেন।

আমি বললাম, "মিস্টার ডিরেক্টর। এটি কার্যকরী হবে না। আমাকে তা স্পষ্ট ভাবে লিখতে হবে।"

"এটা ভালো আইডিয়া। এখন এখানে রাত ১১.৩০ বাজে। আমি সকাল ৬ টায় হেলিকপ্টার করে ক্যাম্প ডেভিড যাব। আমাকে বিশ্রাম নিতে হবে। তুমি আমাকে ভোর ৫ টার আগে কিছু দিতে পারবে?" জর্জ বললেন।

আমি পারব বললাম। আমার ডেস্কে লিখতে বসলাম। যা আমার মাথায় আসছিল তা-ই লিখছিলাম। এটি ছিল নিয়ম ভাঙার মতো। ধারণা করা হয় আমরা সিআইএ অফিসাররা নীতিমালা নির্দেশ করতে পারি না। সিআইএর কাজ হলো নীতি অবহিত করা, কখনোই নীতি তৈরি করা নয়।

আমি সবে তিন বছর কাটিয়েছি ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসে 'ফার্ম'-এর চিফ হিসেবে। এটি সেনাবাহিনীর ওয়েস্ট পয়েন্ট ও মেরিনের প্যারিস দ্বীপের সমতুল্য। এখানে আমার কাজ ছিল এটা নিশ্চিত করা যাতে সিআইএ অফিসারদের পরবর্তী প্রজন্ম বিশ্বে এর যথাযথ অবস্থান বুঝতে পারে।

এখন আমি উদ্দেশ্যমূলকভাবে একটি মূল নিয়ম লঙ্ঘন করছি।

আমি যা লিখছি তার জন্য কোনো অনুমোদিত ফরম্যাট ছিল না। আমি এর নাম দিলাম Aardwolf. এটি একটি সিআইএ চিফ অব স্টেশন ফিল্ড এপ্রাইজালের কোড নাম। দেশের বাইরে থেকে একজন সিনিয়র সিআইএ প্রতিনিধির এমন এপ্রাইজাল খুব দুর্লভ। গুরুতর কোনো মুহূর্তেই এরকম পাওয়া যায়। তারা এক্সিকিউটিভ ব্রাঞ্চের উচ্চ স্তর থেকে প্রচুর মনোযোগ পান।

সিআইএ সদর দফতরের সিনিয়র রিপোর্টস অফিসাররা সাধারণত আগত সমস্ত গোয়েন্দা প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে থাকে ফরম্যাটকে সাজাতে এবং নিয়ম মেনে চলার জন্য। পলিসি নির্ধারণের উদ্দেশে কোনো ফিল্ড এপ্রাইজাল এসেছে এটা দেখলে তারা মোটেও সন্তুষ্ট হবে না।

তাদের পদে ঐতিহ্যগতভাবে প্রাধান্য পায় নারীরা। সিনিয়র রিপোর্ট ক্যাডারদের মাঝে মাঝে হাস্যকরভাবে "Sotto Voce" বা সিস্টারহুড বলা হয়। আমার কাছে তারা ছিল সন্ন্যাসিনী বা বলা যায় 'দ্য গার্ডিয়ানস অব দ্য ফ্লেইম'।

কিন্তু তারা দেখবে এই চিফ অব স্টেশনের তরফ থেকে আসা এপ্রাইজাল সরাসরি টেনেটের কাছে যাবে। এটি কেবিনেট প্রিন্সিপালের মাধ্যমে টেনেটের কাছে পৌঁছুবে।

কাজ শেষ হওয়ার পরে, আমার সিনিয়রদের কাছে খসড়া দিলাম। তাদের মতামতের ওপর ভিত্তি করে পরিবর্তন করলাম। তারপর এটি ডিরেক্টরের সিকিউরিটি স্টাফদের কাছে দিয়ে বললাম, তিনি জেগে উঠলেই এটা তার কাছে হস্তান্তর করতে।

এর ভাগ্যে কী হবে তা জানতে কদিন লাগবে। জর্জ ভোর পাঁচটায় এটা রিভিউ করে ওয়ার কেবিনেটে একটা কপি পাঠাবেন। পরদিন হোয়াইট হাউজ সিচুয়েশন রুমে প্রিন্সিপালরা প্রেসিডেন্টের কাছে তাদের মতামত জানালেন। অনেক আলোচনার

পর প্রেসিডেন্ট এই আট পৃষ্ঠা ডকুমেন্ট অনুমোদন করেন যুদ্ধ প্রচেষ্টার ধারণা হিসেবে।

টেনেট জেনারেল টমি ফ্রাংকসের সাথে আমার যোগাযোগ করিয়ে দেন। তিনি ছিলেন সেন্ট্রাল কমান্ড বা CENTCOM-এর হেড ও আফগান ক্যাম্পেইনের সিনিয়র ওয়ার কমান্ডার। উদ্দেশ্য ছিল তার যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহায়তা করা।

সেই সপ্তাহে ইসলামাবাদে ইউ.কে অফিসারদের এক মিটিংয়ে তিনি আমাকে জানান আমার রিপোর্ট নিয়ে ব্রিটিশ কেবিনেটে আলোচনা হয়েছে।

আমি মনে করি আমার সাতাশ বছরের ক্যারিয়ারে সেই তিন ঘন্টাই আমার সেরা কাজ। মূল ব্যাপার হলো একজন সিআইএ ফিল্ড অফিসারকে সেটা লিখতে বলা হয়েছে এবং সেটা পলিসিতে রুপান্তরিত হয়েছে। তাই এটা এক্সট্রাঅর্ডিনারি বলা যায়।

ভুলত্রুটি ছাড়া এতে অনেক সমস্যার ব্যাপারেও বলা হয়েছে। আফগানিস্তানে বিগত এক দশক থেকে বেশ সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের। এতে সমাধানও দেওয়া হয়েছে। কিছু সমাধান অনুসরণ করা হয়েছে। কিছু করা হয়নি। কিছু ফলপ্রসূ হয়েছিল, কিছু হয়নি।

এতে অনেক বিষয়ে ধারণা করা হয়েছিল যার ভিত্তিতে আফগানিস্তানে প্রাথমিক অভিযানের সূত্রপাত হয়। কিন্তু এসব ধারণায় আফগানিস্তানের ব্যাপারে চিরন্তন সত্য প্রতিফলিত হয়েছিল, যা আমেরিকা পরবর্তী সময়ে শিখতে পারে। এই শেখার জন্য তাকে ভারী মূল্যও দিতে হয়।

৯/১১-এর তেরটি বছর পার হয়ে গেছে। সিআইএ ও স্পেশাল ফোর্স অপারেটিভ তালেবান বিরোধী ব্যক্তিদের সাথে মিলে দ্রুত বিজয় অর্জন করে যা প্রথম আমেরিকান-আফগান যুদ্ধ নামে পরিচিত। এটি স্মৃতি থেকে ঝাপসা হয়ে গেছে। আমাদের বিজয় ক্ষণস্থায়ী প্রমাণিত হয়।

সম্ভবত তিন বছর বিরতির পরে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আবারও তালেবানদের সাথে যুদ্ধে নিজেকে আবিষ্কার করে।

আমরা দ্বিতীয় আমেরিকান-আফগান যুদ্ধ বলতে পারি এটাকে। এই সময়, প্রথম যুদ্ধের তুলনামূলক নমনীয় উদ্দেশ্যগুলোকে উচ্চাভিলাষী উদ্দেশ্য দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়। এটা ছিল জাতি গঠনের উদ্দেশ্য যা আমেরিকানরা অর্জন করতে পারেনি এবং আফগানরা তা ধরে রাখতে পারেনি।

আমার তৈরি করা ডকুমেন্টের অনেক নীতি প্রথম যুদ্ধে নির্দেশনা হিসেবে অনুসরণ করলেও দ্বিতীয় যুদ্ধের শুরুতেই বাদ দেওয়া হয়।

মূল পরিকল্পনায় বলা হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নর্দার্ন অ্যালায়েন্সকে সাহায্য করবে। এরা হলো আফগান সংখ্যালঘু ও তালেবান বিরোধী। তালেবানের সাথে তাদের গৃহযুদ্ধ চলছিল। কঠোরভাবে বলা হয়েছিল আমরা গৃহযুদ্ধ এড়িয়ে যাব। এমনটা হলে

অশান্তি তৈরি হবে ও পশতুরা আমাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হবে। তালেবানরা পশতু গোত্র থেকে এসেছে। তালেবানের বিরুদ্ধে যেকোনো প্রচেষ্টার বিরোধীতা করবে পশতুরা।

আমি কিছু নীতি উল্লেখ করেছিলাম। আমেরিকা আফগানিস্তানে ছোট পদচিহ্ন রাখবে। স্থায়ী ঘাঁটির চিন্তা পরিহার করতে হবে। আমেরিকার প্রচেষ্টা আফগানদের পক্ষে হতে হবে। আমেরিকার লক্ষ্য হতে হবে আফগানিস্তানে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীদের অভয়াশ্রম প্রতিরোধ করা, যা দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির সাথে মিলতে হবে। দেশটাকে বদলানোর চেষ্টার ফাঁদে পড়লে হবে না।

দ্বিতীয় যুদ্ধও শেষের পথে। এই যুদ্ধে কোনো বিজয় অর্জিত হবে না। সাফল্যের মূল্য অনেক চড়া। শর্তগুলো নাগালের বাইরে। ওবামা প্রশাসন আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

দক্ষিণ-মধ্য এশিয়ায় মার্কিন অবস্থানের পরিবর্তন হলে একে স্বাগত জানানো হবে। যদি এই কাজটা করা হয় অত্র অঞ্চলে আমেরিকার টেকসই ও দীর্ঘমেয়াদি অংশগ্রহণকে মাথায় রেখে।

২০১৪ সাল পরে আফগানিস্তানে আমেরিকান সামরিক বিন্যাসের পেছনে মার্কিন সরকারের একটা উদ্দেশ্য লুকিয়ে ছিল। মার্কিন সরকার আসলে চাইছিল আফগানিস্তান ত্যাগ করতে।

তবে আফগানিস্তানে মার্কিন আক্রমণ এবং এর পরের ঘটনা প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানকে বেপরোয়া করে তোলে। এটি রেডিক্যালাইজড করেছে পাকিস্তানকে। প্রায় ১৮০ মিলিয়ন মানুষের পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামোকে করেছে ক্ষতিগ্রস্ত।

আফগানিস্তানের প্রতি আমেরিকার আবেগ মারাত্মক ঝুঁকিতে ফেলে দিয়েছে পাকিস্তানের প্রতি আমেরিকার অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থকে।

ভালো করার চেয়ে বেশি ক্ষতি করা হয়েছিল। খুব অল্প কিছু করে আমাদের ত্রুটিগুলো ঢাকতে চাচ্ছিলাম আমরা।

৯/১১-এর পরপর যেমন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়েছিল, এখনও একইরকম চ্যালেঞ্জের মুখে আছি আমরা। আফগানিস্তান আবারো গৃহযুদ্ধের দিকে যাচ্ছে। ধর্মীয় উগ্রবাদ আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে আমাদের হামলার সময়ের চেয়ে এখন আরও বেশি শক্তিশালী। আমেরিকা সাউথ-সেন্ট্রাল এশিয়াতে প্রভাব বিস্তার করতে চাচ্ছে। এটা আগের মতোই সহজ হবে না। আমরা ছেড়ে যাওয়ার পরের যে পরিণতি হবে, এর সাথে থাকাও আমাদের জন্য সম্ভব না।

যারা এ অঞ্চলে ভবিষ্যৎ মার্কিন পলিসির দায়িত্বে আসবে, আমেরিকার আফগানিস্তানে সরাসরি সামরিক সম্পৃক্ততার সাথে পরিচিত হবে ও আমাদের প্রাথমিক সাফল্যের দায়িত্ব নিবে তারা হয়তো আমাদের ও তাদের সিদ্ধান্তকে

অনুপ্রাণিত করবে। যেহেতু আমরা সম্ভাব্য আরেকটি পর্বের আফগান অ্যাডভেঞ্চার শুরু করতে যাচ্ছি।

আমার বিশ্বাস যে আমি এবং আমার সহকর্মীরা প্রথম আমেরিকান-আফগানিস্তান যুদ্ধ থেকে প্রাথমিকভাবে যা অভিজ্ঞতা পেয়েছি এবং আমাদের যেসব ভুল দ্বিতীয় যুদ্ধের দিকে পরিচালিত করেছিল তা কার্যকর প্রমাণিত হবে। যখন আমেরিকা ও তার মিত্ররা তৃতীয় একটির দিকে মনোযোগ দেবে।

অধ্যায় দুই : বিধ্বংসী

এক মধ্যবয়সী নারী ধূসর ধাতব ডেস্কের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে। তার অভিব্যক্তিতে প্রকাশ পাচ্ছিল বুদ্ধিদীপ্ততা, আত্মবিশ্বাস, হাস্যোজ্জ্বলতা ও সহানুভূতি। এছাড়াও অন্য কিছু যা আমি বুঝতে পারিনি।

আমার আচরণে তিনি বেশ মুগ্ধ ও আনন্দিত হলেন।

হাতে ফাইল কার্ড নিয়ে আমি রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম ভার্জিনিয়ার রসলিনে সরকারি অফিসের দিকে। ওয়াশিংটন ডিসির ব্রীজের সামনেই এটা। আমি সেখানে কেন গিয়েছি সে ব্যাপারে আমার ধারণা ছিল না। আমার জন্য কয়েকটি অ্যাপোয়েন্টমেন্ট করা হয়। এটাও সেরকম একটা অ্যাপোয়েন্টমেন্ট। আমার কংগ্রেসম্যানের লেজিসলেটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট টাইপ করেছে অ্যাপোয়েন্টমেন্টটা।

থার্ড ম্যাসাচুসেটস ডিস্ট্রিক্টের ডেমোক্রেট জো আর্লি ছিলেন আমার স্ত্রীর সেকেন্ড কাজিন। আমার শ্যালকরা ছিলেন নির্বাচন কেন্দ্রের ক্যাপ্টেন। আর্লির গত নির্বাচনে আমার শ্বশুর কাজ করেছেন তার জন্য। এই কংগ্রেসম্যান এক লম্বা চুলের, দ্বিধাগ্রস্ত ছেলের পরিবারের জন্য কিছু কাজ করেছিলেন।

আমি সেই লম্বা চুলের দ্বিধাগ্রস্ত ছেলে।

সিআইএ রিক্রুইটার ডটির কাছে আমার জন্য দুনিয়ার সব সময় বরাদ্দ ছিল বলে মনে হলো। আমার ব্যাকগ্রাউন্ড জিজ্ঞেস করল সে। আমার কাছে তেমন প্রয়োজনীয় মনে হয়নি এটা। এক ক্যাথলিক পরিবারের সাত সন্তানের মধ্যে আমি সবার বড়। ম্যাসাচুসেটস-এর ওরসেস্টারের সুন্দর মনোরম উপকূলে মনোরম একটি বাসায় বেড়ে উঠি আমি। আমার শৈশবটা খুব সাদামাটা ও সুখী। লোকাল প্যারোকিয়াল স্কুলে নানরা চমৎকার শিক্ষা দিয়েছেন। আমার গ্রীষ্মকাল কাটত বেইসবল খেলে, বনেবাদাড়ে ঘুরঘুর করে, পুলে বন্ধুদের সাথে সুইমিং করে আর আমেরিকান ভ্রমণকারী ও সেনানায়কদের জীবনী পড়ে। স্বাভাবিকভাবে আমার চিন্তাভাবনা ছিল রক্ষণশীল ও স্বদেশপ্রেমী। পনেরো বছর বয়সে আমাকে পাঠানো হয় উইলিস্টন একাডেমিতে। শিক্ষকদের বলা হতো সেখানে মাস্টার্স। ছেলেরা ডিনারে টাই আর জ্যাকেট পরত। সেখানে আমার মতো ক্যাথলিক ও কিছু জিউস থাকলেও সেই জায়গা ও এর ইতিহাসে বিশপের অধিকারভূক্ত প্রার্থনাগৃহের ছাপ ছিল, যার প্রভাব ক্যাম্পাসে সুস্পষ্ট। এই পরিবেশে আমি খাপ খাইয়ে নিলাম।

সামাজিক অধিকার এবং দায়বদ্ধতার অনুভূতি বিদ্যালয়ের সংস্কৃতি জুড়ে বজায় ছিল। একারণেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতাম। উইলিস্টন ষাট-সত্তর দশকের সামাজিক রাজনৈতিক উত্তেজনা থেকে নিরাপদ ছিল না। ভিয়েতনাম যুদ্ধবিরোধী সময়কালে ছাত্রদের উগ্রবাদী কাজকর্ম দেখে আমি হতাশ হয়ে গেলাম। আমার মনে হলো তাদের ভিয়েতনামীদের ব্যাপারে তেমন মাথাব্যথা ছিল না। তারা শুধু গুলি খেতে

চায়নি। আমার প্রজন্মের পথপ্রদর্শকদের আমার কাছে স্বার্থান্বেষী মনে হলো। আমেরিকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যাপারে তারা অজ্ঞ। এসব প্রতিষ্ঠানকে তারা কলঙ্কিত করেছে।

আমার মতো বালক একটা সময় জানতে পারল জন পল জোন্স, স্টিফেন ডেকাটুর ও জেনারেল ডগলাস ম্যাক আর্থারকে। তখন থেকেই আমি কোনো মিলিটারি সার্ভিস একাডেমিতে অংশ নেওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলাম।

উইলিস্টনে আমার জুনিয়র বছরে, আমি আন্নাপোলিসের জন্য মনোনয়ন পেলাম। গ্রীষ্মের সময় ক্যাম্পাসের ট্যুরে আমার বাবার সাথে সেখানে গেলাম। নতুন ক্যাডেট হিসেবে অস্বস্তি থাকা সত্ত্বেও, আমি জায়গাটির সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হই।

আমি এই সংস্কৃতিকে দেখলাম একসাথে কর্তৃত্ববাদকে গ্রহণ ও প্রতিরোধ করার প্রয়োজনীয়তা হিসেবে। এটি উপযুক্ত মনে হলো আমার কাছে। আমি আমার অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে এগিয়ে যেতে প্রস্তুত ছিলাম। আমার সহপাঠীদের মিলিটারি বিরোধী মনোভাব বা আচরণ আমাকে ফেরাতে পারেনি।

তবে আমার বাবা তা করতে পেরেছিলেন ও করেছেন। আমাদের পরিবার ছিল অত্যন্ত স্বাধীন। আমার বাবা আমাকে খুব কমই যে কোনো কিছুতে সরাসরি প্রভাবিত করার জন্য চেষ্টা করতেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন, "শুধু মনে রাখবে। তুমি যদি নৌবাহিনীতে যোগদান করো তবে তোমার ক্যারিয়ারের জন্য যা তুমি সঠিক মনে করো তা করতে পারবে না। অন্য কেউ যা সবচেয়ে ভালো বলে মনে করে সেটাই তোমাকে করতে হবে।"

তাই আমি বেসামরিক শিক্ষা বেছে নিলাম। পেছন ফিরে তাকালে একজন যুবককে দেখতে পাই। যে কি না পাবলিক সার্ভিসে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। যদিও সে এর কারণ সম্পর্কে ছিল অজ্ঞ। তার ধারণা ছিল না তার এই ঝোঁক তাকে কোথায় নিয়ে যাবে।

তখন আশা করা হতো কেউ পড়ালেখায় ভালো করলে সে স্বাভাবিকভাবেই একটি ভালো প্রতিষ্ঠানে যাবে। আমার জন্য সেটা ছিল আইভি লীগ। আইভি লীগ বলতে আটটি ইউনিভার্সিটিকে বুঝানো হয়। এগুলো হলো—ব্রাউন ইউনিভার্সিটি, কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি, কর্নেল ইউনিভার্সিটি, ডার্টমাউথ কলেজ, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়া, প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি ও ইয়েল ইউনিভার্সিটি।

ডার্টমাউথে পৌঁছানোর জন্য অনেক পরিশ্রম করেছি। কিন্তু সেখানে যাওয়ার পর মনে হলো ছোট প্রাইভেট স্কুল থেকে বড় স্কুলে এসেছি। আমি বিদ্রোহ করে বসি। পড়াশুনায় ফোকাস করার চেয়ে আমার প্রথম বর্ষে শিক্ষার আসল ফাঁকফোঁকড় অনুভব করলাম। তা সমাধান করার সিদ্ধান্ত নিলাম আমি।

বন্ধুদের সাথে নিউ ইংল্যান্ডের চারপাশে ঘোরাঘুরিতে বেশি সময় দিয়েছি। আমি ড্রিংক করতে শিখলাম। রিক্রিয়েশনাল ড্রাগের সাথে পরিচয় হলো আমার।

মেয়েদের সাথে ডেটিং শুরু করলাম। আমার গ্রেড খারাপ হলো। আমার বাবা-মা হতবাক হয়ে গেলেন। প্রথম বর্ষের পর, আমার বাবা আমাকে কিছু বলার জন্য একপাশে টেনে আনেন।

একজন সফল কন্ট্রাক্টর হিসেবে তিনি এই সমস্যাটিকে সোজা ব্যবসায়িকভাবে মোকাবেলা করলেন। তিনি বললেন, "তোমার কলেজে পড়ালেখার জন্য অর্থ দিতে আমি রাজি হই। আমি এটাকে বিনিয়োগ হিসেবে দেখেছি। কিন্তু এখন এটা মোটেও ভালো মনে হচ্ছে না।" এরপরে আমার গ্রেড উন্নত হয়। তবে আমি নিরীহ, আদর্শবাদী ও অবাস্তবই রয়ে গেলাম। আমি কী ধরনের ক্যারিয়ার চাই তার ব্যাপারে আমার কোনো ধারণা ছিল না। কলেজকে আমার কাছে মনে হলো মৌলিক সত্যটা আবিষ্কারের সময়। আমি প্রধান বিষয় হিসেবে নিলাম ফিলোসোফি।

ডার্টমাউথের ফিলোসোফি বিভাগ আমার সাথে ভালো মানায়নি। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, আমার কলেজের অধ্যাপকদের ব্যাপারে আমি হতাশ ছিলাম। আমি প্রত্যাশা করছিলাম সত্য সন্ধানকারীদের। এর পরিবর্তে দেখতে পেলাম স্মার্ট লোকজন যারা অন্যরা কী ভাবছে সে সম্পর্কে ধারণা রাখত।

নিউ হ্যাম্পশায়ার-এর হ্যানওভার সুন্দর একটি জায়গা। আমি কাউন্টার কালচারাল সমিতিতে যোগ দিলাম। সেখানে কিছু লোকের সঙ্গ বেশ উপভোগ করেছি। তবে তারা ও আমি অল্প কয়েকজন যোগ্য অধ্যাপককে পেয়েছি। আমার চারপাশের অনেকেই নিজেকে নিয়ে আত্মতুষ্টিতে ছিল। তারা ছিল গতানুগতিক ও অদ্ভুতভাবে বুদ্ধিজীবী বিরোধী।

তিন বছরের মধ্যে আমি আমার পড়াশোনা শেষ করতে সক্ষম হই। আমার পরবর্তী সমস্যা ছিল এখন আমি কী করব।

আমি বোর্ডিং স্কুল পছন্দ করতাম। তাতে ফিরে আসতে আগ্রহী ছিলাম। এটি অদ্ভুত লাগতে পারে শুনতে, তবে আমি কল্পনার চেয়েও অনেক বেশি স্বাধীনতা এবং অনেক বেশি আকর্ষণীয় লোকের মুখোমুখি হয়েছি।

১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝিতে আর্থিক মন্দা বেশিরভাগ বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে মারাত্মকভাবে আঘাত করে। খুব কম কাজ ছিল। আমার পাঠানো অনেক চিঠির প্রতিক্রিয়া হিসেবে আমি কেবল একটি ইন্টারভিউয়ের জন্য আমন্ত্রণ পেয়েছি। বোস্টনের বাইরে কনকর্ড একাডেমির অফারটি আমার চিন্তাভাবনাতেও ছিল না।

কনকর্ড কয়েক বছর যাবৎ একটি ছোট বালিকা বিদ্যালয় ছিল। ক্যারোলিন কেনেডি এক বছর আগেই এখান থেকে বেরিয়েছেন। তারপর হার্ভার্ডে পড়াশোনা করেন তিনি। স্কুলটি সম্প্রতি কো-এডুকেশনাল হয়ে উঠেছে। এর কিছু ছেলের জন্য আবাসস্থল হিসেবে 'ডর্ম প্যারেন্ট' খোঁজা হচ্ছিল। ডর্ম প্যারেন্টদের কাজ হচ্ছে বোর্ডিং স্কুলের হলে থাকা ছাত্রদের সুপারভাইজ করা।

আমাকে এই কাজ অফার করা হলো। বেতন কম ছিল। কিন্তু ছিল ফ্রি রুম আর খাবারের ব্যবস্থা। পরের বছর, কলেজে আমার শেষ বর্ষ ছিল। আমি আমার আয়ের পরিপূরক হিসেবে স্থানীয় পাবলিক স্কুলগুলোতে শিক্ষাদান করতাম। তাছাড়া ক্রস-কান্ট্রি ও বেসবল দলে কোচ ছিলাম। কনকর্ড অনুষদে কিছু বন্ধুবান্ধব পাই। বোস্টন এবং কেমব্রিজের বার ও ক্যাফেতে সময় কাটিয়েছি তাদের সাথে।

সেই গ্রীষ্মে, আমি ও এক বন্ধু একটি হাউজ-পেইন্টিং কোম্পানি গড়ে তুলি। আমরা কেমব্রিজের পুরোনো ঔপনিবেশিক বাড়িগুলো রঙ করার কয়েকটা চুক্তি করি। আমার পোশাক ছিল রঙে মাখামাখি অবস্থা। লাঞ্চ ব্রেকে খবরের কাগজে চোখ বুলালাম। আন্তর্জাতিক পেইজে আমার সব মনোযোগ একত্রিত হলো।

মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি নিয়ে ভীষণ আগ্রহী হয়ে উঠি। ১৯৭৩ সালের পরে তেল সমৃদ্ধ পারসিয়ান গালফে শেখদের উত্থান, আরব-ইসরায়েলি বিরোধ সমাধানের প্রচেষ্টা এবং আফ্রিকায় উপনিবেশ পরবর্তী প্রভাব প্রতিষ্ঠার জন্য স্নায়ুযুদ্ধ এসব বেশ আকৃষ্ট করে আমাকে। আমি রোডেশিয়ায় রবার্ট মুগাবে, জশুয়া নিকোমো ও আয়ান স্মিথের গতিবিধি খেয়াল করতাম।

যেন সাপ্তাহিক সিরিজ পড়ছি। আমার সবসময়ই আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আগ্রহ ছিল। তবে এটি বিকাশের জন্য সত্যিই সময় দেইনি। এদিকে এসব পড়াশোনা থেকে আমাকে কাজে ফিরিয়ে আনতে আমার পার্টনারকে বেগ পেতে হচ্ছিল। কয়েকটি রোমান্টিক সিনেমা দেখা ব্যতীত আমি মধ্যপ্রাচ্যের ব্যাপারে তেমন কিছু জানতাম না। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস-এ স্নাতক ডিগ্রি নিব।

ডার্টমাউথে থাকাকালীন বোস্টন কলেজের নার্সিংয়ের এক জুনিয়রের প্রেমে পড়লাম। সে একটি বড় আইরিশ পরিবার থেকে এসেছে। পলা ও আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিয়ে করতে চাইছিলাম। তবে এতে আরও এক বছর লাগবে। পলার স্নাতক শেষ হওয়ার পর। আমি একটি সস্তা অ্যাপার্টমেন্ট নিলাম বোস্টনের ব্যাক বে এরিয়াতে। কয়েকটা চাকরি নিলাম। খুব ঠাণ্ডা পড়লে পেইন্টিং বাদ দিয়ে বাড়ি বাড়ি স্মোক ডিটেক্টর বিক্রি করি। চব্বিশ ঘন্টা গ্যাস স্টেশনের পরিচালকের কাজ করেছি একেবারে ন্যূনতম মজুরিতে।

সপ্তাহে ষাট ঘন্টা কাজ করতে হতো। সেই বছর একটা মূল্যবান শিক্ষা পেলাম। আমার বাবার কনস্ট্রাকশন কোম্পানিতে গ্রীষ্মকালীন সময়ে কাজ করলাম। সেই সময়টায় কঠোর কায়িক পরিশ্রমের গুণাবলী অর্জন করি। এটি আমাকে আরও কিছু বিষয় শিখিয়েছে। মানুষের সাথে ঘনিষ্ঠ, সহানুভূতিশীল সম্পর্ক গড়ে তোলার মতো একটা দক্ষতা ছিল আমার। তাও এমন লোকদের সাথে যারা আমার মতো করে পৃথিবীটাকে দেখতে শুরু করেনি।

১৯৭৭ সালের বসন্তে, রবিবার বিকেলে, পলা বোস্টন কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করে। আমরা পরের শুক্রবারেই বিয়ে করি। একটি বিশাল আইরিশ বিয়ের অনুষ্ঠানে ২০০ জন লোক অংশ নেন। যাদের বেশিরভাগকেই আমি কখনো দেখিনি।

কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আমি ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করি। আর আমার স্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের হাসপাতালে নবজাতকের নিবিড় পরিচর্যা নার্স হিসেবে সহায়তা করে যাচ্ছিল। তখন আমার বয়স বাইশ ও পলার বয়স একুশ বছর।

দশ মাস পরে আমি এখন ডটির সামনে। প্রায় এক ঘন্টা কথাবার্তায় সে আমাকে জিজ্ঞাসা করে, আমি কীসের জন্য আবেদন করছি?

কিছুটা অবাক হয়ে আমি উত্তর দিলাম আমি একজন ইন্টেলিজেন্স অ্যানালিস্ট হিসেবে কাজ করতে আগ্রহী। এই এজেন্সিতে সিআইএ ফিল্ড অপারেটিভ, একজন কেইস অফিসারের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়।

এই প্রথম কেউ আমার সাথে মিথ্যা বলছিল—"অ্যানালিস্টদের জন্য আমাদের কোনো ওপেনিং নেই।" ডটি বলল।

"আপনি কী কখনো ভেবে দেখেছেন যে, মার্কিন সরকার কীভাবে গোপন তথ্য সংগ্রহ করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ব্যাপারে?" ডটি জানতে চাইল।

কোনো ভাবনা ছাড়াই সত্যটা বললাম। বললাম, "নো ম্যাম। আমি এ ব্যাপারে কখনো চিন্তাভাবনা করিনি।"

হাসতে হাসতে সে আমাকে তার নিজের ক্যারিয়ার সম্পর্কে জানাল। সেও অল্প বয়সে বিয়ে করে তারচেয়ে বয়সে বড় এক ব্যক্তিকে। যিনি একজন সাবেক রাষ্ট্রদূত। ১৯৫০-এর দশক থেকে স্টেট ডিপার্টমেন্টের মূল "চাইনিজ হ্যান্ড" এর মধ্যে অন্যতম ছিলেন তিনি। ডটি সিআইএ'র ডিরেক্টরেট অব অপারেশনস কর্তৃক কেইস অফিসার হিসেবে নিয়োগ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হন। বর্তমানে এটা ন্যাশনাল ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিস নামে পরিচিত। তিনি তার স্বামীর পথেই চলে আসেন। তার স্বামীর সাথে যোগাযোগ ভালো এমন সিনিয়র বিদেশি সরকারি কর্মকর্তা আছে যাদের কাছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের ব্যাপারে গোপন তথ্যের অ্যাক্সেস ছিল। ডটি এই সুবিধাই কাজে লাগায়। তার কাজ ছিল এধরনের লোকদের খুঁজে পাওয়া, তাদের অনুপ্রেরণা দেওয়া এবং তাদের গুপ্তচর হওয়ার উপযুক্ততা মূল্যায়ন করে তাদেরকে গোপনে সিআইএর সাথে সহযোগিতা করতে রাজি করানো।

আমি যে তরুণ ফরাসি দম্পতির সাথে ফ্রান্সের টোলহাউজে এক্সচেঞ্জ স্টুডেন্ট হিসেবে থেকেছি তাদের ব্যাপারেও কথা বললাম আমরা।

"সেই ফরাসি স্বামীকে কোন বিষয়গুলো অনুপ্রাণিত করছিল?" ডটি জানতে চাইল।

"তিনি কী চাইছেন জীবনে? তিনি কী তার ক্যারিয়ার নিয়ে, তার বৈবাহিক জীবন নিয়ে খুশি?"

বন্ধুবান্ধব ও পরিচিতজন নিয়ে কখনো গভীরভাবে ভাবিনি আমি।

আমাদের কথার মধ্যে আমার মনে হলো, সে যে চাকরির বর্ণনা দিচ্ছে তার জন্য আমার বিশ্বটাকে দেখার দরকার হবে খুব ভিন্ন এক দৃষ্টিকোণ থেকে।

"আমরা এমন লোকের সন্ধান করছি যে কি না একটি জনাকীর্ণ বিমানবন্দরে বসে থাকবে। তার সাথে থাকবে একটি ভালো বই। কিন্তু বইটা সে কখনোই খুলে দেখবে না। কারণ সে আশেপাশের মানুষকে পড়বে। খুব মনোযোগ দিয়ে তাদের পড়তে ব্যস্ত থাকবে সে।" ডটি বলল।

সে আরও বলল, "একজন সফল কেইস অফিসার মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে এবং তাকে হতে হবে বিশ্ব সম্পর্কে কৌতূহলী। সবকিছু কীভাবে কাজ করে তা বুঝতে হবে তাকে। তাকে ঘটনার পেছনের কারণ বুঝতে হবে। ভালো চিন্তা করার জন্য তাকে অবশ্যই উপযুক্ত ও নমনীয় হতে হবে। তাকে দ্রুত, সংক্ষিপ্তভাবে ও ভালো লিখতে সক্ষম হতে হবে। সে কেবল নিজের জন্য এই কাজ করবে না। কারণ সে যা করবে তার জন্য সে কখনোই বাহ্যিক স্বীকৃতি পাবে না। এটা জানতে হবে তাকে।"

সে ডিরেক্টরেট অব অপারেশনস-এর বিভিন্ন বিশেষত্ব সম্পর্কে বলছিল। তাছাড়া ক্যারিয়ারের অগ্রগতি, স্ট্রিট কেইস অফিসার বা রিপোর্ট অফিসার থেকে ওপরে বিভিন্ন স্তর ও পরিচালনার দায়িত্ব সম্পর্কেও জানাল। এসব উদ্বেগজনক ও ভয়ংকর মনে হলো আমার। আমার আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি ছিল না কখনোই, তবে আমি সত্যিই নিশ্চিত ছিলাম না যে, আমি এই কাজ করতে পারব কি না। আমার সন্দেহ আমার নিজের কাছেই রেখে দিলাম।

"আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড খুব আকর্ষণীয়।" সে বলল। "আপনার শিক্ষা, আপনার ভাষাগত দক্ষতা, দেশের বাইরে থাকা এসব আপনার জন্য ইতিবাচক। এখন আমরা দেখব আমরা যে সাইকোলজিক্যাল মেকআপ খুঁজছি তা আপনার মাঝে আছে কি না। আপনার লেখার ও অন্যান্য দক্ষতা রয়েছে কি না তা দেখতে হবে আমাদের। আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আপনি কাজটি করতে চান কি না।"

আমার উত্তর ছিল দ্বিধাবিভক্ত।

"আমি আপনাকে একটি বই পড়ার পরামর্শ দেব। বইটির নাম "দ্য নাইট ওয়াচ"। ডেভিড অ্যাটলি ফিলিপস-এর বই এটা। এটি আপনাকে এসব সম্পর্কে আরও ভালো ধারণা দেবে। আপনি যদি আগ্রহী হন তবে আমাকে কল করবেন। আমরা প্রক্রিয়া শুরু করব তখন।" ডটি বলল।

সেদিন রাতে আমি আমার মোটেল রুম থেকে পলাকে ফোন করেছি। সিআইএ'র সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা জানালাম তাকে।

"ওহ?" সে এতটুকু উত্তর দিল।

"তারা আমাকে দিয়ে কী করাতে চায় তা তুমি বিশ্বাস করবে না।" আমি বললাম। আমরা একমত হলাম আমরা কখনোই এমন কিছু করতে পারি না।

"ঠিক, খুবই অদ্ভুত," পলা বলল।

পরের দিন আমি বাড়িতে পৌঁছানোর আগেই সে দ্য নাইট ওয়াচ বইটা আনলো লাইব্রেরি থেকে।

পরবর্তী দুটি দিন আমরা দুজনেই বইটি পড়েছি। ফিলিপস-এর একটি রোমাঞ্চকর ক্যারিয়ার ছিল। কৃতিত্ব ও বিপর্যয় দুটোই ছিল। যদিও তিনি জড়িত ছিলেন পিগস উপসাগরে কিউবা আক্রমণ করার ব্যর্থ চেষ্টার সাথে। কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠেন সিআইএর লাতিন আমেরিকা ডিভিশনের প্রধান।

তবে তিনি ছিলেন একজন ভদ্র ও মানবিক সহকর্মী। তিনি রাগী, হিসেবি, কঠোর হৃদয় গোয়েন্দা চরিত্রের সাথে মানানসই ছিলেন না। তার জীবনের গল্প যতই উন্মোচিত হচ্ছিল ততই তার ও তার চতুর, স্বাধীন মানসিকতার স্ত্রীর সাথে অনেক কিছুই বুঝে নেওয়া আমাদের জন্য সহজ হলো।

তৃতীয় দিন আমরা একে অপরের দিকে তাকালাম। "এটা বেশ ভালো একটা কাজ হবে, তাই না।" পলা বলল।

আমি দীর্ঘমেয়াদি ক্যারিয়ার পরিকল্পনায় কখনো খুব বেশি ভালো ছিলাম না। তবে যেকোনো সুযোগকে কাজে লাগাবার মতো প্রতিভাবান ছিলাম। অ্যাপ্লিকেশন ও পরীক্ষার প্রক্রিয়া ছিল দীর্ঘ। সাত মাসেরও বেশি সময় লেগে যায় এতে। আমি জমা দিয়েছি দীর্ঘ ৩৬ পৃষ্ঠার পার্সোনাল হিস্ট্রির প্রশ্নপত্র। তাছাড়া দিয়েছি বিভিন্ন লেখার নমুনা। সাইকোলজিক্যাল ও ভোকেশনাল টেস্ট দিতে হয়েছে। সাইকিয়াট্রিস্ট ও নিয়ার ইস্ট ডিভিশনের উর্ধতন কর্মকর্তার সাথে কথা বলেছি।

সবশেষে, একটি পলিগ্রাফ টেস্টে উত্তীর্ণ হওয়ার মধ্য দিয়েও যেতে হয়। তাছাড়া ব্যাকগ্রাউন্ড ইনভেস্টিগেশন তো ছিলই। আমি সুনির্দিষ্টভাবে বুঝতে পারলাম আমি কী চাই। বুঝতে পারলাম ভালো হওয়ার চেয়ে ভাগ্যবান হওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

আমি সিআইএ'র ডিরেক্টর অব অপারেশনস-এ ক্ল্যান্ডেস্টাইন সার্ভিসে জুনিয়র অফিসার হিসেবে ডিউটিতে জয়েন করি ১৪ই জানুয়ারি, ১৯৭৯ সালে। শাহ মোহাম্মদ রেজা পাহলাভি ইরান থেকে পালিয়ে যাওয়ার দিন।

এক বছরের কঠোর প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। কয়েক মাস আমার ফরাসি ভাষার দক্ষতা ঝালাই করতে হলো। তারপর নিয়ার ইস্ট ডিভিশনের সদস্য হিসেবে যোগ দিলাম। এটা আমার প্রথম উত্তর আফ্রিকা অ্যাসাইনমেন্ট। এর পরে আশির দশকে এগারো বছর ধরে আমরা একের পর এক বিদেশি অ্যাসাইনমেন্ট করেছি প্রাচ্য ও পশ্চিম ইউরোপ অঞ্চলে। এই সবগুলোতেই আমি মধ্যপ্রাচ্যের সমস্যাগুলো প্রায় একচেটিয়াভাবে মোকাবেলা করেছি।